

অভিপ্রায়। এইরূপ সিদ্ধান্তের উপরও একটি সন্দেহ উপস্থিত হয় যে—তাহা হইলেও যে যোগ্যভ্যাসের লক্ষ্য মন-নিরোধ, সেই যোগ্যভ্যাসটি যদি অনুশীলন করা যায়, তাহা হইলে ভক্তির কৈবল্যের ব্যভিচার ঘটে। যেহেতু কেবলা ভক্তি লয় হইয়া যোগমিশ্রা ভক্তিতে পর্য্যবসান হয়। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—অনুষ্ঠিত ভক্তি দ্বারাই শ্রীভগবানে আসক্তি অথবা ভজনানুষ্ঠানে আসক্তি হইলেই তাহা দ্বারা স্বভাবতঃই মনোনিরোধও হইয়া থাকে। এই অভিপ্রায়ে কেবল ভক্তিমাত্রকেই উপায়রূপে দ্বিতীয় শ্লোকে শ্রীকবি যোগীন্দ্র নিমি মহারাজকে বলিয়াছেন—হে রাজন্! চক্রপানি শ্রীকৃষ্ণের সকলজন্ম, সকলকর্ম এবং যে সকল জন্মকর্ম লৌকিক ভাষায় নিবদ্ধ আছে, সেই সকল অপভ্রংশ ভাষায় নিবদ্ধ জন্মকর্ম ও যে সকল নামের তাৎপর্য শ্রীভগবান্ সেই সকল নাম শুনিতে শুনিতে এবং গাহিতে গাহিতে লোকাপেক্ষাশূন্য হইয়া সর্বত্র অনাসক্তভাবে বিচরণ করিয়া থাকে। ইতি শ্লোকার্থ ॥ ৬১ ॥

তদর্থকানি তানি জন্মানি কর্ম্মানি চ অর্থো যেষাং তানি নামানি। এতানুপি সাকল্যেন জ্ঞাতুমশক্যানি ইত্যাশঙ্ক্যাহ যানি লোকে গীতানি প্রসিদ্ধানি তানি শৃণু গায়ংচ বিচরেৎ। অসঙ্গো নিস্পৃহঃ। ১১ ॥ ২। শ্রীকবিবিদেহম্ ॥ ৫৯—৬১ ॥

তদর্থকানি—যে সকল নামের সেই সকল কর্ম্ম এবং সেই সকল জন্মেই তাৎপর্য্য, সেই সকল নাম শুনিতে শুনিতে ও গাহিতে গাহিতে নির্লজ্জ হইয়া থাকে, অর্থাৎ লোকে আমাকে কি বলিবে না বলিবে এসকল অপেক্ষা তাহার থাকে না। ইহার উপরে একটি আশঙ্কা উপস্থিত হয় যে, শ্রীভগবানের নাম, জন্ম, কর্ম্ম প্রভৃতি সকলই অনন্ত। অতএব সাকল্যে শ্রীকৃষ্ণের সকল নাম, জন্ম, কর্ম্ম কেহই জানিতে সমর্থ হইতে পারে না। তাহা হইলে কেমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সকল জন্ম, কর্ম্ম ও নাম কীর্ত্তন করা জীবের পক্ষে সম্ভবপর হইতে পারে? এই আশঙ্কা পরিহারের জন্য বলিতেছেন—“যানি লোকে গীতানি” অর্থাৎ শ্রীভগবানের যে জন্ম, কর্ম্ম ও নাম, লোকে প্রসিদ্ধ আছে, সেই সকল শুনিতে শুনিতে এবং গাহিতে গাহিতে বিচরণ করিবে, ও সেই সকল জন্ম, কর্ম্ম নাম শুনিতে শুনিতে এবং গাহিতে গাহিতেই সর্বকামনা ক্ষয় হইবে। শ্রীকবি যোগীন্দ্র বিদেহ মহারাজকে ১১।২ অধ্যায়ে এই শ্লোক দুইটি বলিয়াছেন ॥ ৫৯—৬১ ॥

অগ্রে চ কর্ম্মাদীন্ পরিহরন্ সাক্ষাভুক্তিমেব বিধত্তে—পরোক্ষবাদো বেদোহয়ং বালানামনুশাসনম্। কর্ম্মমোক্ষায় কর্ম্মানি বিধত্তে হৃগদং যথা। নাচরেদ্ যন্ত বেদোক্তং স্বয়মজ্ঞেহজিতেন্দ্রিয়ঃ। বিকর্ম্মণা হৃদম্বেণ মৃত্যোর্মৃত্যুমুপৈতি সং। বেদোক্ত-